চলমান তীব্র তাপদাহে ফল ফসলের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আগামী আরো কিছুদিন তীব্র তাপদাহ অব্যাহত থাকতে পারে। এসময় বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। এমতাবস্থায় ফল বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ফল চাষীদের জন্য নিম্নলিখিত পরামর্শসমূহ প্রদান করা হলো-

- মাটির বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে, ফলন্ত আম গাছে ৭-১০ দিন অন্তর সেচ প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়া অন্যান্য ফল যেমন- লিচু, জামরুল, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি ফলন্ত গাছেও ৭-১০ দিন অন্তর সেচ প্রদান করা প্রয়োজন। পরিবর্তিত বেসিন পদ্ধতিতে (গাছের চারপাশে রিং তৈরী করে) সেচ প্রদান করা উত্তম। তবে প্লাবন পদ্ধতিতেও সেচ দেয়া যাবে। তাপদাহ কমলেও ফল পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত ১৫ দিন অন্তর সেচ অব্যাহত রাখা প্রয়োজন, এতে ফল ঝরে পড়া কমবে ও ফলন বৃদ্ধি পাবে।

- মাটিতে পর্যাপ্ত রস ধরে রাখার জন্য সেচের পর গাছের গোড়ায় মালচিং করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, পাহাড়ী ও বরেন্দ্র অঞ্চলে অর্থাৎ যেখানে পানির তীব্র সংকট সেখানে অবশ্যই সেচের পর মালচিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। মালচিং এর ক্ষেত্রে কচুরীপানা, খড়, গাছের পাতা অথবা আগাছা ইত্যাদি গাছের গোড়া থেকে একটু দূরে ব্যবহার করতে হবে।

- ফল ধারণের পর সার প্রয়োগ না করা হয়ে থাকলে, ফল ঝরা রোধে একটি ৫-৭ বছর বয়সী গাছে ১৫০-১৭৫ গ্রাম ইউরিয়া ও ৭৫-১০০ গ্রাম এমওপি সার গাছের গোড়া থেকে ১ মিটার দূর থেকে শুরু করে আরও ১.০-১.৫ মিটার জায়গায় হালকাভাবে কুপিয়ে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে যেন সার মাটির উপর ভেসে না থাকে। সার প্রয়োগের পর অবশ্যই হালকা সেচ দিতে হবে।

- যে সকল অঞ্চলে (পাহাড়ী ও বরেন্দ্র) তীব্র পানি সংকট ও তাপদাহ সেখানে গাছে সকালে অথবা বিকলে পানি স্প্রে করা যেতে পারে।

- লিচুর ক্ষেত্রে ফল ঝরা রোধে এবং ফলের সঠিক বৃদ্ধি জন্য সাধারণত ১০-১৫ বছর বয়সী গাছের ক্ষেত্রে ২৫০-৩০০ গ্রাম ইউরিয়া ও এমওপি সার মাটিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে বয়স ভেদে সারের মাত্রা কম বেশী হতে পারে। সার প্রয়োগের পর অবশ্যই হালকা সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

ফল বিভাগ
উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১